



50651 - যবে নারী কাযা রোযা পালন করার আগহে গর্ভবতী হয়ে গেছেন বধায় রোযা রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হাযেরে কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানরে কিছু রোযার কাযা পালন করা বাকী আছে। সে এ রোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযান আসার আগহে গর্ভবতী হয়ে গেছে। তার চকিৎসক মহলি ডাক্তার তাকে জানয়িছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কিছুতই রোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সময়েও রোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে— শারীরিকভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ভ্রুণের ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দিনগুলোর রোযা রাখতে পারবে না। এ দিনগুলোর রোযার জন্য তার কী করণীয়? এবং সে যদি আগামী রমযানরে রোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সক্ষেত্রেও তার করণীয় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তি শরয়িত স্বীকৃত কোন ওজররে কারণে রমযানরে রোযা ভেঙেছে আল্লাহ তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানরে রোযা কাযা পালন করার সুযোগ দয়িছে। তবে, বলিম্ব করার এ সুযোগ পয়ে কেউ যনে কাযা পালনকে মূলতবিকরার প্রতিপ্ররোচতি না হয়। কনেনা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরবির্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠনি হয়ে যাবে কথিবা সে পালন করতে পারবে না। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভধারণ, হাযেগ্রস্ত হওয়া ও নফিসগ্রস্ত হওয়ার বিষয় রয়েছে।

যদি কেউ কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করতে করতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে শাবান মাস শেষে হয়ে যায়, কন্তু সে কাযা রোযা পালন করতে না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতই দ্বিতীয় রমযানরে পরে কাযা পালন করা তার ওপর আবশ্যক হবে। কোন কোন আলমে কাযা পালন করার সাথে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি বলছে। যদি তার সাধ্য থাকে এবং সে তা করে তাহলে সেটাই হচ্ছে অধিক নিরাপদ। নচেৎ শুধু কাযা রোযা পালন করলই চলবে।

আরও জানতে দেখুন: [26865](#) নং ও [21710](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলমেদরে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়যে নয়। কনেনা আয়শো (রাঃ) বলছেন: “আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নেই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজবি হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবলিম্ব কাযা রোযা পালন করা। তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো কী আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজবি করেনি। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভেঙে গেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষদিকে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করেছে। এরমধ্যে তার হায়যে শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটি রোযা কাযা পালন রয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করা ওয়াজবি। এ বছরের রমযান মাস শেষে হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটোর কাযা পালন করবে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয় যে,

এক নারী নফাসের কারণে রমযানের রোযা ভেঙে গেছে এবং দুধ পান করানোর কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজবি?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজবি হল যে দিনগুলোতে সে রোযা ভেঙে গেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সটো যদি দ্বিতীয় রমযানের পরে হয় তবুও। কনেনা সে বিশেষ ওজরের কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানের মাঝে কাযা পালন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সটো একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সটোই তার উপর অনবিদ্য। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচিত রমযানের যে রোযাগুলো ছুটে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগাইে সেগুলোর কাযা পালন করা। যদি সে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বলিম্ব



করলেও কোন অসুবিধা নেই।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দনিগুলোর রোগা কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সগুলোর কাযা পালন করা অনবির্ঘ্য।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।